# অপদেবতা

শ্রী বসন্ত ভট্টাচার্য



অপদেবতা
একটি শ্রুতিনাটক
চরিত্র --- চন্ডী ও বড়বাবু
নাট্যকার - শ্রী বসন্ত ভট্টাচার্য
(গভীর রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। সঙ্গে দূরে শিয়াল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর হুয়াক্কা-হুয়া ডাক।)

চন্ডী।। (মনে মনে) যাক্, ইষ্টিশান অব্দি আসা গেল। এবার ভালোয়-ভালোয় গেরামে ঢুকিতে পারলে নিশ্চিন্ত।....ও বাবা, ছায়া-ছায়া কারে যেন পিছনে দেখলাম। ...হ্যাঁ, ঠিকইতো। ওইতো, গট্‌মট্ করে হেঁটে আসছে।... গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি--নয়তো কি থেকে কি হয় কেজানে!
বড়বাবু।। (হাঁক দিয়ে) অ্যাই, অ্যাই কে পালাচ্ছিস? আয়, এদিকে আয়। নয়তো গুলি করে দেবো কিন্তু! (ধম্‌কে) আয় বলছি।
চন্ডী।। (অনুনয়ে) এজ্ঞে পিস্তলডা নামান্। নয়তো ফুৎ করে গুলি বেইরে গেলে মরে যাবোযে বড়বাবু।
বড়বাবু।। মরে যাবি? তা জন্মালে মরতে হবে, এ আবার নতুন কথা কি! তার আগে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমার টর্চের সামনে দাঁড়িয়ে বল্ তুই কে? নয়তো দেবো এই গুলি চালিয়ে।...রেডি, ওয়ান-টু-
চন্ডী।। (ব্যাস্ততায়) যাচ্ছি বড়বাবু, যাচ্ছি।...এবার ঐ পিস্তলডা নামান্।
বড়বাবু।। হুঁ। কে তুই? চাদরের ঘোমটা সরিয়ে চট্‌পট্ বল!
চন্ডী।। নামডা কি সত্যি সত্যি বলতি হবে?
বড়বাবু।। (ধমকে) আলবাৎ বল্‌বি। নাম ধাম বাপের নাম সব বল্‌বি।...পথ চলতে চলতে তোর কথা শুনবো।
চন্ডী।। ঠিক আছে। সব বলছি সায়েব।
বড়বাবু ।। (খেঁকিয়ে ওঠে) সাহেব। সাহেব আবার কোন্ শালা? দেশে আর এখন কোন সাহেব নেই। সব মোশাহেব।
চন্ডী।। তাহলে সেই সাবেক নাম বড়োবাবুই বলি।...এজ্ঞে, আমি ষষ্ঠীপদ। আকুলি গাঁয়ের নিতাইপদর ছেলে ষষ্ঠীপদ।
বড়বাবু।। (মনে মনে) ষষ্ঠীপদ!... কিন্তু গলাটাতো বেশ চেনা-চেনা লাগছে! কি বল্‌লি?
চন্ডী।। এজ্ঞে ষষ্ঠীপদ। সেই আকুলি গাঁয়ের নিতাইপদ--
বড়বাবু।। (ধমকে) চোপ্! তুই ভেবেছিস্ তোকে আমি চিনতে পারিনি! ...হারামজাদা, চন্ডী চোরা, তুই আমার চোখে ধুলো দিবি?
চন্ডী।। (সহজ ভাবে) তাহলে আর রাত বিরেতে মিছিমিছি হ্যাপা পোয়াচ্ছেন কেন! হুকুম দ্যান, কি করতি হবে। একটু সেবায় লাগি।...নামডা যখন ভোলেননি--
বড়বাবু।। তোর চাদর ঢাকা ওটা কিরে চন্ডী?
চন্ডী।। ও কিছুনা বড়োবাবু।...ভাবছি, তিন বছর গাঁয়ে নেই, বড়োঘরে ছিলাম। তবু আপনি আমারে ভোলেননি দেখছি।
বড়বাবু।। জেল থেকে বেরিয়েই আবার ডিউটিতে লেগে পড়েছিস? আবারও আমাকে লেফ্‌ট-রাইট করাবি?

চন্ডী।। (তাচ্ছিল্যে) না-না বড়োবাবু। ও কম্মে আর আমি নেই।
বড়বাবু।। (অবাক হয়ে) অ্যাঁ! বলিস্ কিরে? তবে যে আমার ডিউটিই থাকবে না।
চন্ডী।। সে আপনার বাপ-মায়ের কিপা বড়োবাবু।
বড়বাবু।। এতে আবার কৃপার কি আছেরে চন্ডী?
চন্ডী।। একশোবার আছে বড়োবাবু। নয়তো এই পাগলাচন্ডী থানায় আট বছর ধরে আপনি ঠায় বসে আছেন! এপাশ-ওপাশ সব থানার সববাই নড়াচড়া করলো, আর আপনি এখানে পুন্যিমের চাঁদ হয়ে বিরাজ করতি নেগেছেন।
বড়বাবু।। (অবাক কণ্ঠে) বাঃ বাঃ! জেলে গিয়ে তোরতো বেশ বাংলা ভাষায় দখল এসেছে দেখছি।... পুর্ণিমার চাঁদ! অ্যাঁ! বেড়ে বাংলা শিখেছিসতো!
চন্ডী।। হিন্দিও শিকিছি বড়োবাবু। শোনবেন? ...এই তেরে বহিন্‌কো--
বড়বাবু।। (বাধা দিয়ে) থাক্-থাক। তোর আর হিন্দি শোনাতে হবে না। ...ওকিরে, গরমে মরছি আমি, আর তুই আরাম করে চাদর জড়াচ্ছিস্। ব্যাপার কিরে চন্ডী? অন্ধকারে সবটা ঠাওর হচ্ছে না।
চন্ডী।। শরীলডা ভালো নেই বড়োবাবু। জ্বর জ্বর ঠেক্‌তিছে।
বড়বাবু।। তাই হাত গুটিয়ে শীতে কাঁপছিস? ...তাই না?
চন্ডী।। আপনার বাপ-মায়ের কিপায় ঠিকই ধরেছেন বড়োবাবু। ...আজ, রাতে নির্ঘাৎ চেপে জ্বর আসবে। ...খুব শীত শীত লাগছে।
বড়বাবু।। শীত শীত লাগছে?
চন্ডী।। এজ্ঞে হ্যাঁ।
বড়বাবু।। জ্বর আসবে?
চন্ডী।। এজ্ঞে হ্যাঁ।
বড় বাবু।। কিন্তু যাবি কি করে? একটা রিক্সা অব্দি নেই!
চন্ডী।। রিক্সা থাকবে অ্যাখোন্! রাত একটা বেজে গেছে না বড়োবাবু। দ্যাখেননা আপনার ঘড়িতে।
বড়বাবু।। অ্যাঁ! তাইতো! ...একটা চল্লিশ। ...ঈস্, আজ বড্ডো রাত হয়ে গেছেরে চন্ডী। ...সেই সাড়ে চার মাইল পথ! এখন যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা।
চন্ডী।। অতো রাত করলেন কেন! তাড়াতাড়ি ফেরবেনতো! দিনকাল এখন ভালো না। ওদিকটায় আবার এখন অপদেবতার আগমন ঘটিছে। একটু রাত্তির হলেই সব শুন্‌সান্!
বড়বাবু।। (অবাক কণ্ঠে) অপদেবতা! অপদেবতা আবার কোথায় পেলি? ... (হেসে) আমার থানার ভূত-প্রেত অপদেবতা সব হাওয়া।
চন্ডী।। (হেসে) ইখানটা কিন্তু আপনার থানা এলাকা নয় বড়োবাবু। আপনার হোলিগে সেই ন্যাড়া মাঠ পার হইয়ে, নয় খাল। তারপর আপুনার পাগলাচন্ডী থানা।
বড়বাবু।। তা তুই যাবি কদ্দুর?
চন্ডী।। এজ্ঞে, যাবার কথাতো ছিলো আপনার এরিয়াতে। তা লেট হইয়ে গেল! আসলে এট্টা কাজ সারতে--
বড়বাবু।। তা কাজটা হয়েছেতো?
চন্ডী।। না বড়োবাবু। আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে পুরোটা সারতে পারিনি। ট্রেনের টাইম হয়ে গেল, ব্যাস্। দে ছুট্। ...তা আপনি কোথায় গেছিলেন?
বড়বাবু।। আর বলিস্‌না চন্ডী।শাশুড়ীর অসুখ। তাঁকে দেখে ফিরতেই দেরিটা হয়ে গেল।
চন্ডী।। (দরদ দেখিয়ে) আহাগো! কেমন আছেন শাশুরী মা?
বড়বাবু।। ভালো নেইরে। ...যাকগে, কথায় কথায় অনেকটা এসে গেলাম। ...চল্ তবে, কথা বলতে বলতেই যাই।
চন্ডী।। এখনো পাক্কা চার মাইল আপনার থানা। যাবেন কি করে? আমিতো ও পথে ঘুইরে।শুরবাড়ি যেয়ে রাত কাটাবো।
বড়বাবু।। (চাপা ভয়ে) না-না,শুরবাড়ি রাত কাটাবি কিরে! চল্ চল্, নিজের বাড়িতে চল্।

চন্ডী।। এজ্ঞে, সে হবে না বড়োবাবু।
বড়বাবু।। (বুঝতে পেরে) ওহো, তোর কাজতো রাতেই। নিজের বাড়িতে শুয়ে থাকলে কাজ করে ফিরবি কখন! ... ঠিক কথা...ঠিক কথা।
চন্ডী।। ওকি? আবার দাঁইড়ে পড়লেন ক্যানো! ওইতো দূরে আপনার মকুন্দপুর যাবার রাস্তা। চলুন। ...তা যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে খন্।
বড়বাবু।। দাঁড়াইনিরে। একটা সিগ্রেট ধরালাম। ...এতোটা পথ যাবো, একটু দম নিতে হবে না!
চন্ডী।। (হতাশায়) সিগ্রেট! ...খান্। মনের সুকে টেনে খান্। চলতি চলতি দুরের রাস্তা আর রাস্তা বলে মনে হবেনা।...বিড়ি-সিগ্রেট বড়ো আপনজন বড়োবাবু।
বড়বাবু।। ভ্যান্তাড়া করছিস কেন! ...খাবি একটা?
চন্ডী।। (সকৃতজ্ঞ) পেসাদ করে দ্যান তবে। ...বাসনা একটু আছে।
বড়বাবু।। পেসাদ না। গোটা একটাই নে।
চন্ডী।। দাঁড়ান তবে। গায়ের চাদরটা একটু সামলে নি।
(দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক)।
বড়বাবু।। (চিন্তিত) চাদর সামলাতে অতো কসরৎ করছিস, ব্যাপার কি বলতো?
চন্ডী।। জ্বর-বালাইয়ে হাতটা অবশ হয়ে গেছে বড়োবাবু।
বড়বাবু।। দেখিতো, দাঁড়া এখানে। আগে টর্চ জ্বালাই, তারপর--
চন্ডী।। মিছিমিছি ব্যাটারি খরচ করতি হবে না। এইতো, হাত সামলে নিয়েছি। দ্যান্ পেসাদি সিগ্রেটটা দ্যান্।
বড়বাবু।। আবার দেশলাইও দিতে হবে নাকি?
চন্ডী।। না-না। বেকার কাঠি খরচ করবেন ক্যানো। আপনার আগুন থেকেই এট্টু পেসাদি আগুন দ্যান্। ...হ্যাঁ, এইতো ধইরেছে। ...আঃ! জববর জিনিসতো!
বড়বাবু।। একটার দাম কতো জানিস? আঠারো টাকা।
চন্ডী।। (অবাক হয়ে) আঠারো টাকা! ... ও বাববা!
বড়বাবু।। (গর্বিত) হুঁ। আবার মাঝে মধ্যে বিশ-পঁচিশ টাকা দামের সিগ্রেটও খাই।
চন্ডী।। সে আপনার বাপ-মায়ের কিপা বড়োবাবু। সববাইতো আর বড়োবাবুর কপাল করে জন্মায়না।
বড়বাবু।। কপাল নয়রে চন্ডী, কপাল নয়। আসলে আমার ঘরের লোক ওই সস্তার সিগ্রেটের গন্ধ সহ্য করতে পারেনা। বলে, নেশা করেছো, দামী সিগ্রেট খাবে।
চন্ডী।। আমার আবার উল্টো কেস। আপনার বউমা বলে, নেশার পয়সায় শশা কিনে খাবে। পেট ঠান্ডা থাকবে, কাজ-কম্মে জোর পাবে।
বড়বাবু।। (হাঁফ ধরেছে) উঃ; অনেকটা পথ হলরে! আর যে হাঁটা যাচ্ছেনা চন্ডী। জুতোয় লাগছে!
চন্ডী।। ওই জন্যিতো আমি জুতো পরিনা। মাঠ-ময়দানে বড্ড লাগে। চলতি-ফিরতি অসুবিধে। ...কেস কেচে যায়!
বড়বাবু।। ঠিক বলেছিস্। রাস্তার যা হাল, তাতে জুতো ছাড়াই ভালো।
চন্ডী।। ভালো কি বড়োবাবু! জুতো অনেক সময় মানুষের কাল হইয়ে দাঁড়ায়।... সেই নবাব সিরাজদোল্লার কথাডা ভাবেন। পায়ে জুতো না থাকলি তেনারে কেউ ধরতে পারতো! না অমন ছুরি চাকুর গুঁতো খেয়ে অকালে যেতে হতো!
বড়বাবু।। কিন্তু আর যে হাঁটা যাচ্ছেনা চন্ডী। নতুন জুতো!
চন্ডী।। (হেসে) বুঝেছি।শ্বশুরবাড়ি যাবেন বলে নতুন জুতো পরেছিলেন। ব্যাস্ এখন কামড়ে ধরছে নতুন চামড়া! ...কিন্তু মেটেতো পোয়াটাক এলেন, এখনো বারো আনা বাকী বড়োবাবু।
বড়বাবু।। (হাঁপাতে হাঁপাতে) দাঁড়া বাপু, দাঁড়া। ...উঃ ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নয়তো--
চন্ডী।। (খুশিতে) আমারও অপ্গার হোলো বড়োবাবু। আপনি সঙ্গে আছেন, সোজা পথে যাচ্ছি। নয়তো ঘুর পথে ফিরতে হোতো। ঝামেলা বাড়তো!

বড়বাবু।। ঘুরপথে! কেনরে?
চন্ডী।। নয়তো চেনা-জানা বেরিয়ে পড়লেই ধরবে। ধরে জেরা শু করবে। কোথায় গেছিলি? কেন গেছিলি? সঙ্গে কি অ াছে তোর? (হেসে) এখন আর সে ভয়ডা নেই। বড়োবাবু সঙ্গে আছেন, বুক উঁচিয়ে চলো।
(দুর থেকে কুকুরের ডাক আসে)।
বড়বাবু।। ঠিকই বলেছিস।...আদিকে খাবার কুকুর ডাকছে কেন?
চন্ডী।। ও পাড়ায় যে তিন-চারখানা পাগ্‌লা কুকুর আছে। ওই জন্যিতো রাতের বেলা ও পথ মাড়াইনা।
বড়বাবু।। তাহলে এলি কেন! কুকুর তোকেও ছাড়বে না, আমাকেও ছাড়বে না!
চন্ডী।। ও আপনারে ঠিক ঠিক ছাড়বে। কিন্তু আমারে ছাড়বে না।... আপনি সোজা চলে যান। আমি ঘুরপথে বিরিজ পার হইয়ে যাবে।
বড়বাবু।। (বাধা দিয়ে) নানা চন্ডী, সে হবে না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। তুইও আমার সঙ্গে যাবি।...চল্‌ একসঙ্গে।
চন্ডী।। (ভয়ে ভয়ে) কিন্তু বড়োবাবু, আমারে একবার কামড়ালে পেটে গজার মতন বারো খানা যে ইন্‌জেকশান দিতি হবে। ...ও বাবা, তার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।...সে কি নাল্‌ গো!
বড়বাবু।। (চাপা ধমকে) ধ্যেত?! যতো সব ভীতুর বাচচা। হাতে টর্চ আছে, গট্‌ গট্‌ করে আমার সঙ্গে হেঁটে চলে যাবি! কোনো ঝামেলা হবে না!
চন্ডী।। জয় মা বিশালাক্ষী! চলেন তবে।
(কুকুরের ডাক তীব্র হয়।)
(চাপা কণ্ঠে) ওইযে তিন্‌ডা কুকুর ওর মাদীডা পাগল। হ্যাঁ বড়োবাবু, ওই লাল ইঁট মতন গায়ের রং--ওইটেই শুনিছি লে াকজনরে কামড়ায়।
বড়বাবু।। আঃ জোর পায়ে হাঁট্‌। থামছিস কেন!... এই দ্যাখো, কুকুর গুলোতো এদিকেই আসছে!
চন্ডী।। (ফিস্‌ফিস্‌ করে)। আমার গা ঘেঁষে চলতিছে বড়োবাবু! ...ওই জন্যি ঘুরপথে যেতে বলিছিলাম বড়োবাবু। দ্যে াখেন, আবার কোন্‌ সবেবানাস হয়!
বড়বাবু।। (ব্যস্ততায়) তুই চলতো।
চন্ডী।। (কাঁপা কণ্ঠে) এই দ্যাকো, চাঁদরের খুঁট চেপে ধরিচে!.. এই যাঃ! পুরো চাদর টেনে নে গেলযে! ওর চোখে টর্চ ফেলেন বড়োবাবু, নয়তো সবেবানশ হবে।
বড়বাবু।। ফেলেছি টর্চ। এবার তোর চাদর তুলে নে।...ওকি রে? তোর হাতে ওসব কি? দেখি, দেখি! ওই জন্যে গায়ে চ াদর চেপে রেখেছিলি!...চাদর চাপা হাঁড়ি!...ব্যাপার কিরে চন্ডী?
চন্ডী।। (সবিনয়ে) বউটা পোয়াতি। শাশুড়িমা এট্টু ভালো মন্দ রান্না করে পাঠালো বড়বাবু। কাল খাবে!
বড়বাবু।। (হঠাৎ আর্তনাদ) আঃ! এই দ্যাখো দ্যাখো! গর্তে পা ঢুকে গেছেরে চন্ডী।...উঃ! গেছি... গেছি! ওরে চন্ডী, আর যে যেতে পারছিনা!...ওরে বাবা, পা বোধহয় ভেঙেছে!
চন্ডী।। তাইতো! ওঠেন--ওঠেন!...কি সবেবানাশ, এখন কি হবে? এতটা পথ যাবেন কি করে?
বড়বাবু।। (যন্ত্রনায় কাৎরায়) জানিনা, কিচ্ছু জানিনা। এই বসলাম এখানটায়।...উঃ যেতে পারবোনারে! রাতভর থাকবে া!
চন্ডী।। দ্যাখো কান্ডো! সোজা মাটিতে বসে পড়লেন!
বড়বাবু।। আর মাটি! দেখছিস পা গেছে! একে নতুন জুতো তায় গর্তে পড়েছে পা!...গেছে আমার পা!
চন্ডী।। যাবেন! পথ ঘাট বলি এখন কি কিছু আর আছে, আপনি দিনমানে চলেন অসুবিধে হয় না। আর আমি, রাতে চলি। কি কষ্টটা হয় বলেন দেখিনি।...একে তাড়া থাকে, তার ওপর যদি হাঁটাহাঁটি না করা যায়, কতো ঝামেলা হয় বলেন তো!
বড়বাবু।। তোরতো রাতে চলা অব্যেশ, এখন কোন ঝামেলা নেই।
চন্ডী।। সে আপনার বাপ-মায়ের কিপা বড়োবাবু। আপনি সঙ্গে আছেন।...কিন্তু এবার যে এট্টা বিধি-ব্যবস্থা করতে হয়। অ ামার যা হয় হোক। আপনারে থানা অব্দি পৌঁছোতি হবে।...চলেন, ওদিকে কুমোর পাড়া ঘুরে যাই, সোজা হবে।

বড়বাবু।। যাবে কি করে চন্ডী? হাঁটতে পারছিনাযে।
চন্ডী।। (ভেবে) তাহলে বসেন খানিক। বিধি-ব্যবস্থা করে আসছি।
বড়বাবু।। আসবিতো? না আবার ভেগে পড়বি? তাহলে কিন্তু কেস খারাপ হবে।... পাঁচ-পাঁচটা কেস খাবি।
চন্ডী।। কিযে বলেন বড়োবাবু! বেইমানি আমাদের চোদ্দ পুষের ধাতে নেই। আমার ঠাকুরদা, তখনকার দিনে লাট স ায়েবের বাড়ির মাল টেনে এনেও বড়োবাবুকে ভাগ দিতো। সেই বংশের ছেলে আমি, সাত পুষের বেব্সা। চন্ডী ও অধম্মে নেই।
বড়বাবু।। ভড়কি দিচ্ছিস না তো?
চন্ডী।। ঠিক আছে। দ্যাখেন চন্ডী কি করে।... আমার এই হাঁড়িটা নিয়ে এখন দুদন্ড বসেন। সব বেবস্থা করি চন্ডী এলো বলে। ...ধরেন হাঁড়ি।
বড়বাবু।। বেশি দেরি করিসনা যেন! ...ও বাবা, কতো ভারি হাঁড়িরে!
চন্ডী।। কি যে বলেন! ...আমি যাবো আর আসবো।...চল্লাম বড়োবাবু।
(দুরে কুকুরের ডাক)
বড়বাবু।। (মনে মনে) চন্ডীটা আবার ভেগে পড়বেনাতো! পাঁচ গায়ের সাত পুষের সিঁদেল চোর। না পারে হেন কম্ম নেই। ...অবশ্য আমার সঙ্গে তেমন কিছু করবে বলেতো মনে হয়না। কতোবার ওকে আমি জেল থেকে বাঁচিয়েছি! লাস্টবারে এম-এল-এ ধনঞ্জয় সরদার ওকে ঘানি ঘুরিয়ে আনলো।...না, না, ও আমার সঙ্গে বেইমানি করবেনা।...ওইতো ওইতো চন্ডী আসছে।...ও বাবা! সঙ্গে আবার ভ্যান রিকসা!
চন্ডী।। আসুন বড়োবাবু। (চাপা হাসি) কপাল ভালো, ভ্যান রিকসাই জুটি গেল! এবার আমার চাদর খানা পেতে দিচ্ছি, আয়েস কইরে বসেন। ঝাঁ কইরে থানায় পৌঁচে দিচ্ছি।
বড়বাবু।। সে নাহয় বসলাম। কিন্তু তোর এই হাঁড়ির কি হবে?
চন্ডী।। (চিন্তিত) সত্যি কথা। হাঁড়ি নিয়ে তো আর ভ্যান চালাতি পারবোনা।...তা একখানা কাজ যদি করেন তো খুব উপ্গার হয়।...বসেন, চাদর পেতেছি।
বড়বাবু।। আবার কি কাজ!... বল্, ঝটপট্ বল।
চন্ডী।। আমার এই হাঁড়িডা যদি আপনার কোলে নে বসেন!
বড়বাবু।। অ্যাঁ, এই এঁটো হাঁড়ি! বলিস কিরে?
চন্ডী।। না-না, যেমন এঁটো ভাবছেন, তেমন কিছু নেই। যা আছে, তা আপনার বাপ-মায়ের কিপায় এঁটো কাঁটা নয়। ওই ঘর গেরস্থালির জিনিস।
বড়বাবু।। হু, বুঝেছি। যা পেয়েছিস তাই হাতিয়েছিস্। যাক্গে, এবার ভ্যান ছাড়্।...হাঁড়িটা কোলে বসিয়ে দে।
চন্ডী।। (কৃতজ্ঞতায়) আপনিতো সবই বোঝেন বড়োবাবু। মিছিমিছি আমার পাপ মুখে আর বলান ক্যানো! ...ঠিক মতো বসেছেন তো? ...ভ্যান ছাড়ছি তাহলে।
বড়বাবু।। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসেছি। তুই ভ্যান ছাড়।
(নিশুতি রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। সঙ্গে দূরে কুকুরের ডাক।)
চন্ডী।। ভ্যান যখন আছে, এট্টু ঘুর পথেই যাই বড়োবাবু।
বড়বাবু।। তার মানে? আবার ঘুর পথে যাবি কেন?
চন্ডী।। ভাবছি যাবার পথে বাড়িতে হাঁড়িটা নামিয়ে দে আপনারে থানায পৌঁছি দেবো।
বড়বাবু।। (আপত্তি তোলে) না-না। আগে তুই থানায় চল্, তারপর নাহয় বাড়ি যাবি।
চন্ডী।। কেসটা গরবর্ হবে নাতো বড়োবাবু?
বড়বাবু।। কেস্ কি কেস? ...ও, তোর এই হাঁড়ির কেস! না-না, কে আর এখন দেখছে বল্। তাছাড়া, হাঁড়িতো এখন অ ামার জিম্মায়। তোর ভয় কি?
চন্ডী।। (আম্তা আম্তা করে) না, মানে, মোটামুটি মালপত্তর আছে তো। তাই ঘরে নামিয়ে এলে নিশ্চিন্তি হতাম আর কি!

বড়বাবু।। ও তোর কিচ্ছু ভাবতে হবে না। ...তুই আরামসে ভ্যান চালা।
চন্ডী।। চালাচ্ছিতো। কিন্তু এট্টা কথা আছে বড়োবাবু। এ ভ্যান আপনার থানাতেই রেখে আসবো কিন্তু, নয়তো হজম করতি পারবোনা। ...ও হজম হবে না।
বড়বাবু।। সে কিরে? এ আবার কি কেস?
চন্ডী।। এজ্ঞে, মোড়লের ভ্যান গায়েব করলাম। সাত সকালেইতো মোড়ল থানায় ছুটবে। তখন?
বড়বাবু।। ঠিক কথা। এইতো আমার এরিয়ায় ঢুকে গেছি। এ কেসতো আমাকেই নিতে হবে।
চন্ডী।। ওই জন্যি বড়ো বাবু নিজের এলাকায় আমি কাজ করিনা। আল্‌তু-ফাল্‌তু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তি হয়। আবার কাজেরও বদনাম হয়। ...কোনো পোফিট হয় না!
বড়বাবু।। (হেসে) এবার তোর প্রফিট হবেরে চন্ডী। তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস? হাঁড়ি আমার হাতে!
চন্ডী।। (খুশিতে) তা যা বলেছেন! আপনার কোলে আমার হাঁড়ি। কোন্ শালা আমারে-- (খেয়াল হতে) থুরি, মুখ ফস্‌কে গালাগালটা বেইরে গেল। কিচ্ছুটি মনে করবেন না বড়োবাবু।
বড়বাবু।। (সহজভাবে) ওসব গালাগাল নয়রে চন্ডী। বউ-এর ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বললি। কিরে, বল্‌না। বল্‌।
চন্ডী।। তা যা বলেছেন। ...আচ্ছা, আপনি দেবতা বিশ্বাস করেন বড়োবাবু?
বড়বাবু।। হুঁ, আমি করি। আমার বাড়িতেও করে।
চন্ডী।। ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্র, মাদুলী-তাবিজ, এসব মানেন?
বড়বাবু।। হ্যাঁ, তাও মানি। অবস্থা বিপাকে সবই মানতে হয়রে!
চন্ডী।। অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?
বড়বাবু।। অপদেবতা, সে আবার কে?
চন্ডী।। ওই যেনারা দেবতার মতন সেজে থেকে কুকর্ম করে বেড়ান, তেনারাই হলোগে অপদেবতা।
বড়বাবু।। না, না। ওসব শুনিনি। দেখিওনি। ...মাটির দেবতা ভজনা করেই জীবন চলে যাচ্ছে, আবার এখন স্বর্গের দেবতা ছেড়ে, অপদেবতা! তেত্রিশ দুগুনে ছেষট্টি কোটি! ...ও আর পারবোনারে চন্ডী।
চন্ডী।না বড়োবাবু। তেনাদের পালা তেনারা নিজেরাই ঠিক করে নেন। ...কারো কিচ্ছুটি করতি হয় না। ও আমি জেবনভর দেখ্‌লাম।
বড়বাবু।। তোর দেখছি অপদেবতার উপর খুব ভক্তি? ব্যাপার কিরে চন্ডী? ঠাকুর ছেড়ে অপদেবতায় ভর করছিস! এতো সুবিধের কথা মনে হচ্ছেনা!
চন্ডী।। (স্বচ্ছন্দে) ঠাকুর দেবতা হলেনগে ভালো মানুষের জন্যি। আর অপদেবতা হলেন আমাদের জন্যি। ...খুব অল্পেতেই তেনারা তুষ্ট হনযে! ঝামেলা-ঝক্কি কিচ্ছুটি নেই।
বড়বাবু।। তাই নাকি? কেমন্ বল্‌তো।
চন্ডী।। এই দ্যাখেন না, আপনারে গাছতলায় বসিয়ে রেখে একবার পেরান খুলে তেনাদের ডেকে বললাম, বড়োবাবুর পায়েচোট, অতোটা রাস্তা হেঁটে যেতে পারবেন না। একটা উপায় করে দাও বাবা শ্রী শ্রী তস্বনেন্দ বেম্মচারী, ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে হ'ল ব্যবস্থা। ...ভ্যান জুটি গেল। আপনিও তাতে চেপে বসে দিব্যি থানায় ফিরছেন।
বড়বাবু।। তা করলিটা কি? চেন-তালা খুলে ভ্যান টেনে আনলি!
চন্ডী।। চেন-তালা আমাদের জল-ভাত বড়োবাবু। ...আসল হলগে মোড়লের ভ্যান্। এর ইজ্জতই আলাদা। ...যার তার ভ্যানে তো আর বড়োবাবুকে চড়াতি পারিনা!
বড়বাবু।। আর একটা সিগ্রেট খাবি নাকি?
চন্ডী।। দিচ্ছেন দ্যান। ফেরার পথে খাবোখন্।
বড়বাবু।। নে তবে, তাই খাস্। ...জানিস চন্ডী, এবার আমার প্রমোশান আটকায় কোন্ শালা?
চন্ডী।। তাই বুঝি। তা বড়োবাবু ও যে শালা বললেন উনি কি আপনার বউ-এর ভাই না অন্য কেউ?
বড়বাবু।। আরে এ হচ্ছে হারামজাদার দল। যারা আমার নামে বদনাম দিয়ে ওপরওলাদের কাছে আমায় বিষ নজরে

ফেলেছিলো।...আমি নাকি তোদেরকে খুব ইয়ে করি! মানে, তোদের সুবিধে অসুবিধে দেখে দিই
চন্ডী।। (হেসে) আপনার বাপ-মায়ের কিপায় আমরা তো পেয়েই থাকি। জীতু চোরাতো আপনার নামে কপালে হাত ঠেকিয়ে পেন্নাম করে। আর ওই হাকিমপাড়ার পিয়ারআলি, জেলে থাকার টাইমে আমায় বললে, বড়োবাবু মানুষ নয়রে চন্ডী-সাক্ষাৎ দেব্‌তা।...কিন্তু মেজবাবুটা হারামি। কায়দা করে আমায় জেলে ঢোকালে!
বড়বাবু।। জানি, সব জানিরে চন্ডী। ওই একটা কেসেই তো ওর প্রমোশানটা হ'ল। এখন কতো ভালো জায়গায় আছে জানিস! বলতে গেলে টাকার পাহাড়ে বসে আছে।...দ্যাখনা, এবার ওকেও আমি টেক্কা দেবো তবে আমার নাম মধুসূদন মাঝি।
চন্ডী।। এসব কম্ম ভালো দেবতাদের নয়গো বড়োবাবু।...অপদেবতাকে ডাকবেন, সব সমস্যার শ্যাষ করি দেবে।
বড়বাবু।। হুঁ, দেবতার কাজে হবে না।... অপদেবতাই চাই।
চন্ডী।। দ্যাখলেন না, কেমন হাতে হাতে ফল হ'ল! মালসুদ্দু আমার তো ফেরতে ঝামেলা হ'ত। তা আপনারে পেয়ে গেলাম।...আপনার পায়ে চোট লাগলো। ভ্যানের জোগার হ'য়ে গেল।...ওইতো, থানার আলো দেখা যাচ্ছে। কেমন হুস করে চলে এলাম!....
বড়বাবু।। হ্যাঁরে কখনো তেনাদের চোখে দেখেছিস্?
চন্ডী।। এজ্ঞে না। দেখেনি।...তবে তেনাদের ছোঁয়ার টের পেয়েছি। নয়তো এতো বছর ধরে চার-চারখানা গাঁয়ে করে-কম্ম খাচ্ছি কি করে!...শেষবারে ওই শালা মেজবাবুই উল্টো প্যাচে ফেলে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আনলে!...একদিন ওনার ঘরও সাফ করি দেবো।
বড়বাবু।। ওসব ছাড্। আগে বল্ তেনাদের ছোঁয়াটা কেমন?
চন্ডী।। আপনার কথার মতো মিষ্টি বড়োবাবু।...তবে ওই একখান তফাৎ আছে। ভদ্দর লোকেদের সঙ্গে মিল-মিশ হলে, তেনারা দেবতা হয়ে যেতেন। আর অপকম্ম করতি পারতেন না-অপদেবতাও হতেন না। আপনি সেজন্যেই দেবতা হয়ে রইলেন।
বড়বাবু।। বুঝলামরে চন্ডী। দেবতা থেকে অপদেবতা হওয়া যায়, কিন্তু অপদেবতা থেকে দেবতা হওয়া যায় না।
চন্ডী।। ভ্যান কি থানার উঠোনে ঢুকিয়ে দেবো বড়োবাবু?
বড়বাবু।। হ্যাঁ-রে। ভেতরে ঢোকা। আমার জন্যে এতো কষ্ট করলি, এবার, একটু হাত-পা ছেড়ে জিরিয়ে নে। সক্কাল হ'লে চা-টা খাওয়াবো খন্।
চন্ডী।। আবার ওসবে কাজ নেই বড়োবাবু। অন্ধকার আছে, গুটি গুটি চলে যাই। ওই যে কনেস্টবল কেষ্টধন ঘুমুচ্ছে--ওরে দেখলে আমার গায়ে জল বিচুটি লাগে। শালা, এক নম্বরের বেইমান।
বড়বাবু।। কেন রে? ও আবার তোর কি করলো?...নে, হাতটা একটু ধর, ভ্যান থেকে নামি।
চন্ডী।। আসেন, আসেন।...হ্যাঁ, নামেন। এবার চাদরটা গুটিয়ে নি। হাঁড়ি চাপা দিতে হবে তো।
বড়বাবু।। ঠিক আছে। এবার হাঁড়ি নিয়ে আমার ঘরে আয় চন্ডী।
চন্ডী।। হা জমাদার যদি দেখতে পায়! আপনার থানায়যে আমার চার-চারটে কেস আছে। মেজবাবু দিয়ে রেখেছে!
বড়বাবু।। চারটে কেন! চোদ্দটা কেস থাকলেও তুই এখন আমার আন্ডারে চন্ডী। বাঘেও তোকে ছুঁতে পারবেনা।...আয়, ভেতরে আয়।
চন্ডী।। ওই হা জমাদার কি বলে জানেন?
বড়বাবু।। কি? কি বলে? বল্।
চন্ডী।। বলে, তোর সব কেস হাপিস্ করে দিলেও শেতলবাবুর বাড়ির চুরির কেসটায় কিচ্ছু করা যাবে না। তেনার ভাগ্নি জামাই-এর ছোটভাইয়ের শালা নাকি মিনিস্টারের কাছের লোক।
বড়বাবু।। হ্যাঁ--হ্যাঁ। সে আমি জানি।...নে ওখানটায় বোস্।...কি যে সব করিস! যতো ঝামেলা আমার!...পাখিবাবু, মানে সেই মিনিস্টারের কাছের লোক কে জানিস?
চন্ডী।। না। কোনদিন জানিনা।

বড়বাবু।। তিনি হলেনগে আমাদের পুলিশ লাইনের দন্ডমুন্ডের কর্তা। তাঁর এক ইসারায় আমি শালা সুন্দরবনের পাঁকে বদলি হয়ে কুমীরের পেটে চালান যেতে পারি। ...শেতলবাবুর কেস সে-ই দেখছে।
চন্ডী।। (কাঁদো কাঁদো) এসব বেত্যান্ত জানলে কোন শালা ও বাড়ির ভিসিপি, টেপ, ক্যামেরা চালান করতো!
বড়বাবু।। শুধু ওই? আর কিছু নিস্‌নি?
চন্ডী।। নিয়েছি বড়োবাবু। তবে হা জমাদার ওই অব্দি জানে। মেজবাবু আর এট্টু বেশি জানে।
বড়বাবু।। আর কি জানে? বল্‌--
চন্ডী।। ওই দিদিমনির ঘর থেকে খান দশেক শাড়ি হাতের বালা, কানের দুল,-- গলার হার খুলতে যেতেই যতো অঘটন ঘটলো! দিদিমনি জেগে গেল। ব্যাস্‌ শু হ'ল চেঁচামেচি। আমিও হার ছেড়ে গা ঢাকা দিলাম।
বড়বাবু।। তবে আজ আবার এলি কেন? না হয় আর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌তি।
চন্ডী।। ওই যে, যারে আপনি কোলে নে ভ্যানগাড়িতে বসেছিলেন, তেনার জন্যে।
বড়বাবু।। (না বুঝে) আমি, আমি কোলে নিয়ে এলাম! তার মানে?
চন্ডী।। হ্যাঁ বড়োবাবু। উনিতো ছিলেন শেতলবাবুর বাড়ির কুল দেবতা। ও-বাড়ির কত্তামা ওনারে পূজো না দিয়ে জলটুকু অব্দি খেতেন না। ...আজ চার দিন উনি বিছানা নিয়েছেন।
বড়বাবু।। (অবাক হয়ে) অ্যাঁ? তোর এই হাঁড়িতে ওঁদের লক্ষ্মী মূর্তি।
চন্ডী।। এজ্ঞে হ্যাঁ বড়োবাবু।
বড়বাবু।। দুশো বছরের পুরোনো রূপোর লক্ষ্মীমূর্তি তুই-ই হজম করেছিলি! সঙ্গেতো নারায়ণও ছিলো।
চন্ডী।। হজম আর করলাম কই! ... দ্যাখেননা, দ্যাখেন। ওইতো হাঁড়ির মধ্যে কাপড় জড়ানো শুয়ে আছে। ...হ্যাঁ বড়োবাবু, খোলেন কাপড়ডা। সব দেখতি পাবেন।
বড়বাবু।। (অবাক হয়ে) তাইতো! দেখা যাক্‌, তোর কথা কদ্দুর সত্যি। ...হ্যাঁ, এইতো রূপোর লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি। (মনে মনে) এই নিয়েইতো যত গন্ডগোল! এস্‌-পি, ডি-এস-পি, এম-এল-এ থেকে মন্ত্রী অব্দি ব্যাপারটা গড়িয়েছে। সববাই আমাকেই টার্গেট করতে চাইছে! ...আসামী ধরতে না পারলে চাকরী নট্‌।
চন্ডী।। এবার আমারে যেতে অনুমতি দ্যান বড়োবাবু। পোট্‌লাডা নে অনেক দূর যেতে হবে। রাতও কাবার হয়ে আসছে।
বড়বাবু।। কোথায় যাবি এখন। ভোর হতে ঘন্টা খানেক বাকী আছে।
চন্ডী।। ওরই মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরতি হবে বড়োবাবু।
বড়বাবু।। কাজ করে ফিরবি! তা আবার কোথায় যাবি চন্ডী?
চন্ডী।। এজ্ঞে, ওই শেতলবাবুর বাড়ি। দেবতারে ওখানেই রেখে আসবো।
বড়বাবু।। কেনরে? তোর আবার হঠাৎ কি চৈতন্য হোলো?
চন্ডী।। (হেসে) আমরা হলাম যে অপদেবতার ভক্ত। দেবতা সঙ্গে থাকলি সহ্যি হবেনা। অমঙ্গল হবে।
বড়বাবু।। (মনে মনে) এই লক্ষ্মী-নারায়ণ উদ্ধারের জন্যে রাতদিন হন্যে হয়ে ঘুরছি। কর্তাদের হাজার নিন্দা-অপমান হজম করছি। ...চাকরী নট্‌ হবার জোগার হয়েছিল! ...এবার, এবার আমার প্রমোশান আটকায় কোন্‌ শালা!
চন্ডী।। কিছু বললেন বড়োবাবু?
বড়বাবু।। তোর পোটলাটা তুলে নে চন্ডী। ...এবার এক কাজ কর। (ব্যস্ততায়) যা-যা, ঢুকে পড়- ঢুকে পড়। ... (স্বগত) অ্যাঁ! বেশ-বেশ। এবার তালাটা বন্ধ করে দি।
চন্ডী।। (আতঙ্কে) ওকি? আপনি তালা বন্ধ করি দিচ্ছেন কেন বড়োবাবু? ...আমিযে দেবতা ফেরত দিতি যাবো। ...কত্তামা শুনেছি উপোস দিচ্ছেন! মহাপাপ হবে!
বড়বাবু।। (ধমকে) চোপ্‌। ফের চেঁচালে দেবো ডান্ডার বাড়ি। ...বমাল ধরা পড়েছিস্‌, আবার কথা!
চন্ডী।। (অনুনয়ে) বড়োবাবু, শোনেন। আমার কথাডা একবার শোনেন। ...এ দেবতা আমি রাখবোনা!
বড়বাবু।। (ঝাঁঝালো কণ্ঠে) বলছিনা, কোন কথা নয়। ...শেতলবাবুর বাড়ির গৃহ-দেবতা উদ্ধার! একি কম কথা!...দ্যাখ্‌ন া, এবার কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! ...(চাপা হাসি)।

চন্ডী।। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) এসব, এসব আপনি কি বলছেন?
বড়বাবু।। (মেজাজ করে) এক কেসের পর আবার দু নম্বর কেস! ... মাঝ রাতে মোড়লের ভ্যান চুরি! সে মালও উদ্ধার করে থানার জিম্মায় এনেছি।... এখন সকাল হওয়া অব্দি দেবতা কোলে নিয়ে লকাপে বসে থাক্ চন্ডী।
চন্ডী।। দেবতা! ...না বড়োবাবু। এ আমার দেবতা নয়। আমার দেবতা যদি কেউ থাকে, সে আপনি।
বড়বাবু।। (বিচিত্র হেসে) আমি! ...আমি তোর দেবতা!
চন্ডী।। (জোর দিয়ে) হ্যাঁ--হ্যাঁ, আপনি। আপনি আমার দেবতা। ...একশোবার বলবো ...হাজারবার বলবো।
বড়বাবু।। (মজা করে) বেড়ে বলেছিস্ চন্ডী। ...যাক্‌গে , এখন ঝামেলা করিস্‌নি। একটা ফোন করতে দে।
(ফোন ডায়াল করার শব্দ)
চন্ডী।। (মনে মনে) বড়োবাবু ফোন করেছে। তার মানে--আমারে ফাঁসায়ে দিচ্ছে...
বড়বাবু।। (গর্বিত কণ্ঠে) গুড মর্নিং স্যার। পাগলাচন্ডীর মধুসূদন বলছি স্যার।... এইমাত্র, এইমাত্র মানে জাস্ট নাউ স্যার, মিনিস্টার সাহেবের আত্মীয়র সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি উদ্ধার করে এনেছি স্যার। ...হ্যাঁ-হ্যাঁ, বমাল আসামীকে ধরে এনে লকাপে পুরেছি। ...কি করে ধরলাম? (হেসে) হ্যাঁ স্যার, সে এক দান স্টোরি! রাউন্ডে বেরিয়ে একজনকে সাস্‌পেক্ট করল াম। উইথ আর্মস তাকে ফলো করলাম--হোল নাইট্ স্যার, হোল নাইট। ...তারপর আসামী সাসপেক্ট করতেই পিক্ মে ামেন্টে চেজ্ করলাম ও বোম চার্জ করলো স্যার। ...কিন্তু মধুসূদন মাঝির হাত থেকে পালাতে পারলোনা না। ...ব্যাস, কট্ রেড হ্যান্ডেড। ...আমি পায়ে ইনজিওরড্ স্যার ...বোমের টুকরো লেগেছে! হাঁটতে পাচ্ছিনা!
চন্ডী।। (চিৎকার করে) না-না, মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা।
বড়বাবু।। (প্রচন্ড ধমকে) চোপ্। মারবো ডান্ডা! ...(গদগদ) না স্যার, আপনাকে নয়। ...লকাপ থেকে আসামী নেতার ভয় দেখাচ্ছে। আমায় নাকি পাগলাচন্ডী থানা থেকে বদলি করিয়ে ছাড়বে! ...না-না, সে ভয় আমি করছিনা। আপনি আছেন, ও ব্যাপারে কেন আমি ভয় পাবো স্যার! ...জানি স্যার, জানি, আপনি মানুষ নন, দেবতা! সাক্ষাৎ দেবতা। ...আমার মিসেস আপনাকে তাই বলে।
চন্ডী।। (চিৎকার করে) আর তুমি ...তুমি শালা অপদেবতা। তোমারে দেবতার মতো মান্যি করেছি বলে আমার এই হাল করলে। ফিরে এসে তোমারে অপদেবতারমতো থানে বসিয়ে চন্ডীচোরা পূজো দেবে। তখন সামলিও নেতা আমারও অ াছে!
(যন্ত্র সঙ্গীতে সুর বেজে ওঠে)
(অভিনয়ের আগে নাট্যকারের সহিত যোগাযোগ কাম্য)



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com